মা নিস্তারিণীর টানে গোহদের মন্দিরে এসেছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

মলয় সিন্‌হা

বিধান সরণিতে স্টার থিয়েটার থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ১১ বৃন্দাবন বসু লেনের ঠিকানায় রয়েছে ‘নিস্তারিণী কালী মন্দির’। যা ভক্তদের কাছে গোহদের কালী মন্দির নামে পরিচিত। এই কালী মন্দির এবার ১৭৭ বছরে পা দিল। এই নিস্তারিণী কালীর বিগ্রহ নির্মাণের পিছনে একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। জানা গেছে, রানিমা রাসমণির উদ্যোগে তৈরি দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী কালীমূর্তির আদলে নির্মিত হয়েছিল এখানকার মা নিস্তারিণীর বিগ্রহ। দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর সঙ্গে যার সম্পর্ক বড় বোনের। শোনা যায়, মা নিস্তারিণীর টানে এই মন্দিরে স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এসেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন হাতিবাগান অঞ্চলের এই মন্দিরে। জনশ্রুতি রয়েছে, দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মূর্তিটি যে কষ্টিপাথরের খণ্ড থেকে তৈরি হয়েছিল, সেই একই পাথর থেকে শিল্পী নবীন চন্দ্র ভাস্কর তিনটি মূর্তি তৈরি করেছিলেন। এর মধ্যে আকারে একটু বড় মূর্তিটি ‘মা নিস্তারিণী’ রূপে পূজিত হন। ইতিহাস, বিশ্বাস আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে আজও অগণিত ভক্তের কাছে এক বিশেষ আকর্ষণ উত্তর কলকাতার গোহ পরিবারের নিস্তারিণী কালী মন্দির।

মন্দির তৈরির ইতিহাস নিয়ে বর্তমান সেবায়েত সুজিত গোহ বলেন, ‘দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী কালীমূর্তির প্রতিরূপ নির্মাণের উদ্দেশ্যে রানিমা রাসমণির নির্দেশে নবীন ভাস্কর তৈরি করেছিলেন এক অপরূপ কালীমূর্তি। দক্ষিণেশ্বরের বিগ্রহের তুলনায় আকারে কিছুটা ছোট হলেও নির্মাণশৈলী ও আদলে ছিল বিশেষ সাদৃশ্য। দীর্ঘদিন রানিমা রাসমণির বাড়িতেই সংরক্ষিত ছিল এই বিগ্রহ। পরবর্তীকালে স্বপ্নাদেশ পেয়ে শিবচরণ গোহ রানিমা রাসমণির কাছ থেকে মূর্তিটি নিয়ে আসেন এবং হাতিবাগান অঞ্চলের বৃন্দাবন বসু লেনে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকেই দেবী এখানে মা নিস্তারিণী নামে পূজিত হন।’ তিনি আরও জানান, ‘দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর সঙ্গে নিস্তারিণী মা সম্পর্কে দুই বোন। আকারে কিছুটা ছোট হলেও দুই দেবীমূর্তির রূপ ও নির্মাণশৈলীতে রয়েছে আশ্চর্য মিল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে চলে আসছে মা নিস্তারিণীর আরাধনা। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে মহাসমারোহে পালিত হয় দেবীর জন্মতিথি।’ মন্দিরে এলে দেখা যাবে, গর্ভগৃহে শ্বেতপাথরের বেদীতে কাঠের সিংহাসনে শায়িত শিবের ওপর মা নিস্তারিণী দেবী দণ্ডায়মান। মুখখানি প্রসন্নতায় ভরা। কানে সোনার দুল, মাথায় মুকুট ও হাতে রুপোর তৈরী খাঁড়া। মা এখানে বসনপরিহিতা। মাথার পিছনে গোলাকার চালচিত্র। সিংহাসনের ওপরের চূড়াটিও দেখবার মতো। জনশ্রুতি রয়েছে, বৃন্দাবন বসু লেনের নিস্তারিণী কালী মন্দিরের পাশে উঁচু ভিতের ওপর যে আটচালা শৈলীর শান্তিনাথ শিবের মন্দির রয়েছে, শিবচন্দ্র গোহ ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে এই শিবমন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিস্তারিণী কালী মন্দিরটি তার পরবর্তী কোন একটা সময়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়।



ছবি: পুজো শুরুর আগে গোহদের মন্দিরে ‘মা নিস্তারিণী’ রাজবেশ।



বাটানগর পশ্চিম জগতলা আমরা সবাই ক্লাবের কালীপ্রতিমা।



দয়ারামপুর সুলতানপুর শ্যামা সঙ্ঘের ১৪ হাত কালী। পুজোর এবার ৮২ বছর। এই উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে ছোটদের আঁকা, আবৃত্তি, নৃত্য প্রতিযোগিতা। সর্বসাধারণের জন্য রূপসজ্জা প্রতিযোগিতা ও নাট্যানুষ্ঠান। হবে বিচিত্রানুষ্ঠান। পুজো কমিটির সভাপতি রণজিৎ বিশ্বাস, যাদব পুরকাইত এবং সম্পাদকের দায়িত্বে বাপি হালদার ও সুধীর পুরকাইত। দক্ষিণ ২৪ পরগনার, মন্দিরবাজারে।

বাজিতে চোখে আঘাত পাওয়া শিশুদের পাশে এএসজি আই হাসপাতাল

আজকালের প্রতিবেদন

দীপাবলি উৎসবের মরশুমে আতশবাজি থেকে চোখে আঘাত পাওয়া শিশুদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল এএসজি আই হাসপাতাল। সূচনা করল ‘সুরক্ষিত চক্ষু, সুরক্ষিত দীপাবলি’। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ১৫ বছরের কমবয়সি শিশুদের চোখে আতশবাজি থেকে আঘাত লাগলে তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে। হাসপাতালের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) প্রকল্পের অধীনে চিকিৎসা পাবে তারা। এই উদ্যোগ ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। চলবে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত। শুধু কলকাতা নয়, দেশে ২০০টিরও বেশি এএসজি আই হাসপাতালে এই কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সাংবাদিক সম্মেলনে হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ কিশোরকুমার ভাটওয়ানি শিশুদের দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপদে বাজি ফাটানোর পরামর্শ দিয়ে অভিভাবকদের সচেতন হতে বলেন। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ সব্যসাচী চক্রবর্তী, ডাঃ রাজু বর্মন ও ডাঃ অপর্ণা বসু জানিয়েছেন, প্রতি বছরই কালীপুজোর সময় বাজি থেকে আঘাত পাওয়া অনেক রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন। তবে, ১৫ বছরের কমবয়সি যে-সকল শিশুরা আসবে তাদের ওপিডি থেকে শুরু করে অস্ত্রোপচার সব রকম চোখের চিকিৎসা পরিষেবা বিনামূল্যে দেওয়া হবে।



সাংবাদিক সম্মেলনে রয়েছেন ডাঃ রাজু বর্মন, ডাঃ অপর্ণা বসু, ডাঃ কিশোরকুমার ভাটওয়ানি ও ডাঃ সব্যসাচী চক্রবর্তী। এএসজি আই হাসপাতাল। শুক্রবার। ছবি: আজকাল

পঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক (ভারত সরকার का उपक्रम) | pnb punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

সার্কল অফিস: এসএএম- পশ্চিম মেদিনীপুর বিই-১, বিধান নগর ইস্ট, রেলওয়ে স্টেশন রোড মেদিনীপুর, পিন-৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ ফোন: ৯৭৭১৪ ৯১২০৩ ই-মেল: copaschimsam@pnb.bank.in

২৬.১১.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম

সংযোজনী-‘বি’

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা **গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল** নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বধারকের নাম [সম্পত্তির বন্ধকদাতা]	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক / গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ / ঘ) দখলের ধরন (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) / খ) ইএমডি (লক্ষ টাকায়) / গ) বিড বাড়ানোর মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ই-নিলামের তারিখ ও সময় / সম্পত্তির ওপর সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়ের বিবরণ
১.	**মুগবসান (সল আইডি: ২১৫৪০০)** **নিয়ামুদ্দিন মল্লিক (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা)** পিতা- আবদুল মজিদ **নিয়ামুদ্দিন মল্লিক (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা)** পিতা- আবদুল মজিদ উচাহার, পোঃঅঃ- কলাগ্রাম, থানা- কেশপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৫০ **অ্যাকাউন্ট নং: ২১৫৪০০এনসি০০০০৫০৮৬**	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- কেশপুর, জে এল নং ৩৩৮, খতিয়ান নং ৩২৯/২ (হাল খতিয়ান নং ১৭২১), এল আর খতিয়ান নং ৩৬৮৩, প্লট নং ১৬৬৯১৬০, মোট জমি- ০৭.৫ ডেসিমেল (নথি অনুযায়ী ৮ ডেসিমেল), থানা- কেশপুর, এডিএসআর- আনন্দপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। ৩০.০৩.২০২১ তারিখের দলিল নং ১০১৬০১৫২৫ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী নিয়ামুদ্দিন মল্লিক।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- নীরদ বরণ কর; দক্ষিণ- রাস্তা; পূর্ব- শেখ নওশেদ; পশ্চিম- শেখ আবদুল মান্না। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ০১.০৯.২০২৫ খ) ₹৩৩,৪৯,১৭৮.৬২ (তেরো লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার একশো আটাত্তর টাকা বাষট্টি পয়সা মাত্র), তৎসহ আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে ৩০.০৬.২০২৫ থেকে উদ্ভূত সুদ, দণ্ডমূলক চার্জ গ) ১২.১১.২০২৫ ঘ) প্রতীকী দখলাধীন	ক) ₹১৭,৩৮,০০০.০০ খ) ₹১,৭৪,০০০.০০ গ) ₹২,০০০.০০	২৬.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে **ডিআরটি-II, কলকাতা সমীপে এসএ/৮৪৩/২০২৬ মীমাংসাধীন**
২.	**মেদিনীপুর (সল আইডি: ০৩৫০০০)** **মেসার্স সুরক্ষা মেডিক্যাল স্টোর অংশীদারগণ: মিঃ প্রীতম সরকার এবং মিঃ মহম্মদ ইশতিয়াক** ফার্স্ট, এস-৪, ৪৯৮/৬৪৫/১৩৪, রবীন্দ্র নগর, দুর্গামণ্ডপের পিছনে, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১০১ **(১) মিঃ প্রীতম সরকার (ঋণগ্রহীতা-তথা-অংশীদার)** পিতা- সুভাষ চন্দ্র সরকার মিরবাজার (পতি কমপ্লেক্স), পোঃঅঃ- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১১০১ **(২) মিঃ মহম্মদ ইশতিয়াক (ঋণগ্রহীতা-তথা-অংশীদার)** পিতা- শাহিদ আলি মহম্মদ নিমতলা চক, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১১০১ **(৩) মিসেস রত্না সরকার (জামিনদার-তথা-বন্ধকদাতা)** পিতা- অশ্বিনী কুমার সরকার মিরবাজার (পতি কমপ্লেক্স), পোঃঅঃ- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১১০১ **অ্যাকাউন্ট নং:** **০৩৫০০০কেইউ০০০০০০৯৭ (সিসি)**	স্থাবর সম্পত্তির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সমবন্ধক যার অবস্থান: জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা ও এডিএসআর- মেদিনীপুর, মৌজা- নবীনাবাগ বড়বাজার, জে এল নং ১৮৫, আর এস খতিয়ান নং ৫৬, এল আর খতিয়ান নং ৮২৯/৪, আর এস প্লট নং ২৮৬, এল আর প্লট নং ৩৪১, সাব প্লট নং ৫-বি, জমির মাপ ০০.৬১ ডেসিমেল; আর এস প্লট নং ২৮৬, এল আর প্লট নং ৩৪১, সাব প্লট নং ৬, জমির পরিমাপ- ০১.৯৭ ডেসিমেল; আর এস প্লট নং ২৮৭, এল আর প্লট নং ৩৪২, জমির পরিমাপ ০১.০৬ ডেসিমেল, মোট জমি- ৩.৬৪ ডেসিমেল (দলিল অনুযায়ী), জমির প্রকৃতি-উদ্বাস্তু। ০৫.০৬.২০০০ তারিখে নথিভুক্ত দলিল নং ২৮৯৩ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক: রত্না সরকার,** পিতা- প্রয়াত অশ্বিনী কুমার সরকার। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- রাস্তা; দক্ষিণ- সাব প্লট নং ১১ ও ১২; পূর্ব- সাব প্লট নং ৫এ; পশ্চিম- সাব প্লট নং ৭। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]** **এই সম্পত্তিটি সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক সেন্টার (কাস্টমার আইডি: এএনএল০০৯০৭৩)-এর অ্যাকাউন্টেও বন্ধক রাখা আছে, যা ১৮.০৪.২০২৫ তারিখে এনপিএ হয়েছে, যার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই সারফায়েসি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়া জারি আছে]**	ক) ₹২৮,৬২,০০০.০০ খ) ₹২,৮৭,০০০.০০ গ) ₹২,০০০.০০	২৬.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে **ডিআরটি-II, কলকাতা সমীপে এসএ/৮৪৩/২০২৬ মীমাংসাধীন**

-: ই-নিলাম বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি :-

এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে:

১. এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে এবং এই নিলাম **‘অনলাইন ই-নিলাম’** পদ্ধতিতে **https://baanknet.com** পোর্টালের মাধ্যমে আয়োজিত হবে।

২. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আইডি ব্যবহার করে **https://baanknet.com** পোর্টালে রেজিস্টার করেন। ই-কেওয়াইসির কাজটি ডিজিলকারের মাধ্যমে করতে হবে। ই-কেওয়াইসি হয়ে গেলে আগ্রহী বিডার/ক্রেতারা প্রয়োজনীয় ইএমডি অর্থাঙ্ক চালান মোডের জন্য অনলাইন পেমেন্ট কাজে লাগিয়ে তাঁদের ই-ওয়ালেটে স্থানান্তর করে দেবেন। ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়ের আগেই ওই পোর্টালে সম্পত্তির সঙ্গে ইএমডি অর্থাঙ্ক যুক্ত হতে হবে। ইএমডি জমা শেষের তারিখ ও সময়/ নিলামের আগে যথেষ্ট সময় হাতে থাকতেই রেজিস্ট্রেশন, ই-কেওয়াইসি যাচাই, ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পন্ন করে রাখতে হবে।

৩. ওপরে উল্লিখিত বায়না জমা (ইএমডি) অর্থাঙ্ক ই-ওয়ালেটে জমা দেওয়ার পরে তা সম্পত্তির সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে। ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়ের আগে যে বিডার অনলাইনে প্রয়োজনীয় ইএমডি যুক্ত করবেন না, তাঁকে ই-নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বায়না জমার ওপর কোনও সুদ দেওয়া হবে না।

৪. ই-নিলামের প্ল্যাটফর্ম **(https://baanknet.com)** দেবে ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স,** রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: ইউনিট ১, থার্ড ফ্লোর, ভিআইওএস কমার্শিয়াল টাওয়ার, ওয়াডালা ট্রাক টার্মিনালের কাছে, ওয়াডালা ইস্ট, মুম্বই-৪০০০৩৭ **(যোগাযোগের ফোন নম্বর ও টোল ফ্রি নম্বর: +৯১-৮২৯১২২০২২০, ই-মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com)**। ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডারের **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাগণ ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। ই-নিলামের প্রশিক্ষণ/প্রদর্শন এই পোর্টালেই এই সার্ভিস প্রোভাইডার দেবে।

৫. বিক্রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি সংবলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পেজ পোর্টালে দেওয়া আছে: **(১) https://baanknet.com; (২) www.pnbindia.in**।

৬. ই-নিলামে অংশ নিতে আগ্রহীরা বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির কপি, ই-নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, এই ই-নিলামের অপারেশনাল পার্টের হেল্প ম্যানুয়াল ইত্যাদি নথিগুলি **https://baanknet.com** পোর্টাল থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।

৭. বিডিংয়ের সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট ব্যালান্স (ইএমডি অর্থাঙ্কের সমান বা বেশি) থাকতেই হবে।

৮. ই-নিলামের সময় বিডাররা আপসমূলক বিডিংয়ে ওপরে সংশ্লিষ্ট ক্রমের পাশে উল্লিখিত সর্বশেষ বিড অর্থাঙ্ক অপেক্ষা বেশি মূল্যের বিড দিতে অনুমতি পাবেন এবং সর্বশেষ সর্বাধিক বিডারের পেশ করা দরের ওপর উপরিলিখিত বিড বিবর্ধন অর্থাঙ্কের গুণিতকে পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশ করতে হবে। পরবর্তী উচ্চতর বিড দাখিলের জন্য দশ মিনিট সময় বরাদ্দ হবে এবং সর্বাধিক বিড জমা পড়ার পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে আর কোনও উচ্চতর বিড জমা না পড়লে ই-নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।

৯. এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই-নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, ই-নিলামের অপারেশনাল পার্ট ভাল করে পড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডার(গণ)-এর এবং তাঁদের এগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হচ্ছে।

১০. ই-নিলাম চলাকালীন কোনও সহায়তার দরকার হলে কিংবা কোনও সমস্যায় পড়লে আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ**-এর অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে, যার বিশদ তথ্যাবলি BAANKNET পোর্টালে **(https://baanknet.com)** দেওয়া আছে।

১১. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ই-নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র সফল বিডারকে উপরিলিখিত আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এসএমএস/ই-মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে (সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিডারের তরফে দেওয়া রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর/ই-মেল ঠিকানায়)।

১২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে না।

১৩. সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) একই দিনে অথবা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে **‘The Authorised Officer, Punjab National Bank,** A/c (অ্যাকাউন্টের নাম)’-এর অনুকূলে কোনও তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে .....-তে প্রদেয় (স্থানের নাম লিখতে হবে) ব্যাঙ্কারস চেক/ ডিমান্ড ড্রাফ্টরূপে জমা দিতে হবে। ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং এই সম্পত্তি পুনরায় নিলাম/বিক্রি করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে এবং এমন ক্ষেত্রে খেলাপকারী ক্রেতা ওই সম্পত্তি কিংবা সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর কোনও দাবি জানাতে পারবেন না।

১৪. সফল বিডার দ্বারা এই ব্যাঙ্ককে প্রদেয় বিক্রয়মূল্য ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১-এর ১৯৪-১এ ধারাধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং বিড অর্থাঙ্কের বাকি ৭৫% বা পুরো জমারাশি আদায় দেওয়ার সময় সফল ক্রেতাকে টিডিএস বাবদ অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে।

১৫. অনুমোদিত আধিকারিক সর্বাধিক বিড এবং/বা যে কোনও বিড গ্রহণে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড বাতিল করা, এমনকি এই বিক্রির শর্তাবলি বদলানো, সংশোধন, বাতিল করার অধিকার সম্পূর্ণত বহাল রাখেন।

১৬. পুরো অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পর উক্ত অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।

১৭. **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেভাবে আছে’, ‘যা কিছু আছে’** ভিত্তিতে সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে।

১৮. ওপরের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্কের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসারের ভিত্তিতে উল্লিখিত। ঘোষণাপত্রে কোনও ভুল, অনুল্লেখ বা ত্রুটির জন্য অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবে না।

১৯. নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা পরিসম্পদ ও তার স্পেসিফিকেশন খতিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বিডারদের ওপরই বর্তাবে। প্রদত্ত তথ্যাবলি অনুযায়ী সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য বিডাররা ডিলিং অফিশিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

২০. রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, কর ইত্যাদি সমেত যাবতীয় বিধিবদ্ধ বকেয়া/ অ্যাটেস্ট্যান্ট চার্জ/ অন্যান্য বকেয়া ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।

২১. সরকার বা অন্য কোনও পক্ষের কাছে নিলাম হতে চলা সম্পত্তির ওপর ব্যাঙ্ক অবগত নয় এমন যে কোনও প্রকারের চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য কোনও বকেয়ার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক বা এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজস্ব অনুসন্ধান করে জেনে নেওয়ার জন্য আগ্রহী দরদাতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

২২. যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক আপ ইত্যাদির মতো ব্যাপারগুলি বিডারদের নিজেদেরই নিশ্চিত করে নিতে হবে। ইন্টারনেট ফেলিওর, পাওয়ার ফেলিওর বা টেকনিক্যাল কোনও কারণ বা ই-নিলামকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও কারণ/পরিস্থিতির জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।

২৩. প্রতিনিধি নিয়োগ করা এবং নিজেদের তরফে নিলামে অংশ নেওয়ার অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে।

২৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com এবং www.pnbindia.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

তারিখ: ০৮.১১.২০২৬ **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: মেদিনীপুর
স্টেশন রোড, পুরনো জলট্যাঙ্কের বিপরীতে, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১০১

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) অধীনে]

যেহেতু:

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে আমাদের রাধামোহনপুর শাখার ঋণগ্রহীতা:

১. **মিঃ উত্তম কুমার শিকদার (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** পিতা- প্রয়াত চিত্তরঞ্জন শিকদার, গ্রাম- কাঁকড়াপুঞ্জি, পোঃঅঃ- বাঁশদা, পলাশী, থানা- ডেবরা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৬০
২. **মেসার্স সাবিত্রী অটোমোবাইলস, প্রোপ্রাইটর: মিঃ উত্তম কুমার শিকদার (ঋণগ্রহীতা),** গ্রাম ও পোঃঅঃ- রাধামোহনপুর, থানা- ডেবরা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৬০
৩. **মিসেস ছবি শিকদার (জামিনদার ও বন্ধকদাতা),** স্বামী- নিখিল শিকদার, গ্রাম- কাঁকড়াপুঞ্জি, পোঃঅঃ- বাঁশদা, পলাশী, থানা- ডেবরা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৬০
৪. **মিঃ শঙ্কর শিকদার (জামিনদার ও বন্ধকদাতা),** পিতা- নিখিল শিকদার, গ্রাম- কাঁকড়াপুঞ্জি, পোঃঅঃ- বাঁশদা, পলাশী, থানা- ডেবরা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৬০
৫. **গৌতম শিকদার (জামিনদার ও বন্ধকদাতা),** পিতা- প্রয়াত চিত্তরঞ্জন শিকদার, গ্রাম- কাঁকড়াপুঞ্জি, পোঃঅঃ- বাঁশদা, পলাশী, থানা- ডেবরা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৬০
৬. **দিলীপ শিকদার (জামিনদার ও বন্ধকদাতা),** পিতা- প্রয়াত চিত্তরঞ্জন শিকদার, গ্রাম- কাঁকড়াপুঞ্জি, পোঃঅঃ- বাঁশদা, পলাশী, থানা- ডেবরা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৬০
৭. **নীলিমা শিকদার (জামিনদার ও বন্ধকদাতা),** স্বামী- মিঃ উত্তম কুমার শিকদার, গ্রাম- কাঁকড়াপুঞ্জি, পোঃঅঃ- বাঁশদা, পলাশী, থানা- ডেবরা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৬০

এর প্রতি ১৩.০৮.২০২৬ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত দাবি বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক বাবদ **১৩.০৮.২০২৬** তারিখের ভ